





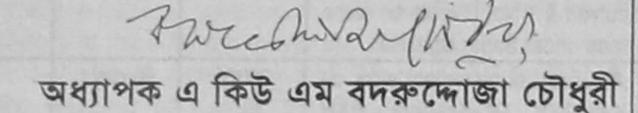
রাষ্ট্রপতি গণপ্ৰজাতন্ত্ৰী বাংলাদেশ ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

পুলিশ সপ্তাহ ২০০২ উপলক্ষে আমি বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ।

স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম লগ্নে পুলিশ সদস্যদের সশস্ত্র প্রতিরোধ এবং আত্মত্যাগ জাতি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। জনগণের জানমালের নিরাপত্তা এবং সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিধানের প্রয়োজনে পুলিশের কার্যকর ভূমিকা গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় একান্ত অপরিহার্য। মানবাধিকারকে সমুনুত রেখে, চারিত্রিক দৃঢ়তায় বলীয়ান হয়ে নিরপেক্ষভাবে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে পুলিশ তার গ্রহণযোগ্যতার মাত্রাকে আরও বাড়াতে পারে। সমাজ থেকে অপরাধ ও সন্ত্রাস নির্মূল করে পুলিশ সদস্যরা প্রমাণ করতে পারেন যে, তারা জনগণের যথার্থ সেবক পুলিশের ভাবমূর্তি সমস্যা থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসতে হবে- এ ব্যাপারে পথ নির্দেশ তাদেরকেই দিতে হবে।

আমি পুলিশ সপ্তাহের সার্বিক সাফল্য ও পুলিশ বাহিনীর অব্যাহত অগ্রগতি কামনা করি।









স্বর্ট্র মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পুলিশ সপ্তাহ ২০০২ উদযাপন উপলক্ষে আমি বাংলাদেশ পুলিশের সকল সাহসী ও নিবেদিতপ্রাণ সদস্যকে আন্তরিক অভিনন্দন ও হুভেচ্ছা জানাই।

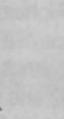
আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশ পুলিশের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। শ্বাশ্বত গৌরবের সেই চেতনাকে ধারণ করে সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পুলিশের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং জনসাধারণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান সামাজিক উনুয়নের পূর্বশর্ত। উনুয়ন উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিতে পুলিশের ভূমিকা খুবই छक् जुश्री।

ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং গণতন্ত্র বিকাশের লক্ষ্যে পুলিশের নিরপেক্ষ ও দৃঢ় ভূমিকা সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। পুলিশের সদস্যদের আইনের নিরপেক্ষ ও কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে জনসাধারণের খুব কাছে স্থান করে নেবার সুযোগ রয়েছে। সমাজ থেকে সন্ত্রাস নির্মূলের প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভের মাধ্যমে মানুষের অধিকতর আস্থা ও ভালবাসা অর্জন পুলিশের পক্ষে সম্ভব। জনপ্রত্যাশা পুরণে পুলিশের সকল সদস্য দেশপ্রেমে উদুদ্ধ হয়ে আরো দৃঢ়চিত্তে এগিয়ে আসবেন বলে আমি আশা পোষণ করি। আমি পুলিশ সপ্তাহ ২০০২ এর সার্বিক সাফল্য এবং বাংলাদেশ পুলিশের

অগ্রগতি ও সাফল্য কামনা করি।

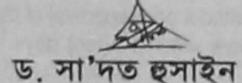
এয়ার ভাইদ মার্শাল (অবঃ) আলতাফ হোসেন চৌধুরী





পুলিশ সপ্তাহ ২০০২ উদযাপনের ভভ ক্ষণে আমি বাংলাদেশ পুলিশের সকল সদস্যকে আন্তরিক হুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। ১৯৭১ সনে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে পুলিশের সদস্যগণ যে অসামান্য বীরত্ব ও অতুলনীয় দেশপ্রেমের বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও জননিরাপত্তা বিধান করার দায়িত্ব প্রধানত পুলিশের। সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে অপরাধের ক্ষেত্রও এখন ভিনুতর ও জটিল হয়েছে এবং অপরাধীরাও হয়েছে আগের চেয়ে সংঘবদ্ধ। এ পরিবর্তিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় একটি আধুনিক ও কার্যকর পুলিশ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

একবিংশ শতাব্দির কঠিন চ্যালেগু মোকাবেলায় পুলিশকে যথোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ ও কার্যকর করে গড়ে তোলার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পুলিশের কাছে জনগণের প্রত্যাশা অনেক। পুলিশের মূল উদ্দেশ্য অর্জনে জনগণের সহযোগিতা বিশেষ সহায়ক ভূমিকা রাখে। জনগণের আস্থা অর্জনের লক্ষ্যে পুলিশের সকল কর্মকাণ্ড ও উদ্যোগ পরিচালিত হবে বলে আমি আশা করি। গণতান্ত্রিক ও উনুয়নশীল দেশের উপযোগী একটি আধুনিক কল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশ গড়ে উঠতে সক্ষম হবে- আমি এই কামনা করি।



## Training and Human Resources Development for Law Enforcement and Security Management Services

Dr. M. Enamul Huq

Compared with the past, society today is complex, torn by threat of political polarization, communal racism, terrorists violence, idleness devility, unemployee's frustration, tendency to be rich quickly, decays of moral values and inadequate response to the rising expectations. Thus the criminal element is more organized, mobile, sophisticated and immediate. Law abiding residents look for improved quality of life from the peace officers more than before.

The maintenance of internal security is one of the greatest challenges that enforcers face today, without internal security there can be no good governance and rule of law will remain a far cry. With that back drop the police are required to maintain not only law and order but hundred other non police jobs which are thrust upon them which they are to do at the cost of the efficacy of security and safety in particular and criminal administration in general.

In this back drop the private security organizations do have a favorable background to come up to the expectation of people and this conception has been growing steadily but rapidly from the perception that government functionaries can not adequately protect the citizens and their property. It is not surprising that innovation, communication, initiative, participation and quick response of the private entrepreneurs will help them to fill in the gap and make brisk business, to start with. But the continued effort of the organizers and management to update their skills and attain desired result depends mostly on training and that is the main panacea to increase professional acumen of security services personnel which is indeed a growing concern throughout the world.

The ultimate aim of training program is the change of attitude and behavior towards the desired direction on the part of the trainers and the trainee. To appreciate the dynamics in training one has to understand.

(a) How attitudes are developed in the security personnel (b) What are the factors that influence their behavioral pattern

(c) Why training for law enforcement is to get preference over others

Professionalism demands code of ethics and its rigid enforcement. Teaching the ethics in discharging their responsibilities is not an easy task to accomplish rather both the participants and trainers have to bear in mind the . question of blending their arduous duties with humane attitude and dedicated spirit.

As it is seen in the present perspective there are lot of discussions going on in every sector, highlighting the importance of training- both Fundamental and Refresher i.e. Basic and In-service to enhance the capabilities and efficacious of the incumbents who are to run the show. And fact t is these days whenever a project is undertaken, right at the planning stage some budgetary provisions are kept for the training purpose. Though belated, the very awareness of the authorities about the role of trainers and impact on trainees is a welcome feature indeed! It is further elaborated as Participatory, Group work, assignments, Fieldtrip, Feedback, Monitoring, Follow-up etc. Besides, Community Level Training Course, Module Development, preparation of Manual, Questionnaire, Evaluation, Result Presentation are also being gradually attuned to serve the purpose better. Specially the NGOs have played quite significant role in building the Capacity Development in the Sectoral arena to make pro-people syllabi and user friendly teaching aids. Hopefully, in due course, this gets further impetus to attain the desired goal.

But unfortunately our sentiment and age old behavioral pattern presents an adverse picture. To be specific-if I may cite example from my experience of about four decades the very concept of training suffers a setback when anyone selected for Training Academy thinks that he has been dumped and perhaps, it is not very far from the truth. When a field officer be he a Police Commissioner or a Divisional Commissioner- is either posted at SARDAH or PATC he often does not cherish the posting. Firstly, there are attempts to evade it-failing which when one goes there he starts thinking how soon can return to the so called limelight mainstream of administration i.e. job with public dealings. However, if there is chance to go abroad one does not mind-rather appreciates it.

There may be lot more to say about the wretched condition of the training in the country. As a long time trainer I do advocate the minimum welfare requirementsto create an atmosphere to attract better brains by giving Special Allowance, Extra facilities, Scope for Our of Turn promotion and like wise other privileges which may act as incentives to make the trainer's profession lucrative. And they in turn may help their disciples through teaching sincerely and meaningfully to attain the positive results thereof which is surely a step forward for efficient discharged of their duties and responsibilities towards 'Good Governance'.

Ex I.G.P. Security management is just like any other management, rather all the more difficult and complicated specially when they are supposed to act within legal framework. The profession itself invite inherent problems of law enforcement and hence the incumbent himself is to assume the leader's role to gain peoples confidence in the safety and security of persons and organizations i.e. clientele's person and property. And this may require him to have clear perception to achieve his target through 'Law and Order' to make it in fact law of convenience within the framework of their charter of duty.

Among many other qualifications and qualities a true professional needs within himself food for thought of 'Self-Development' i.e. personal qualities of security management on the following principles keeping in view the basic principles of Human Rights.

(a) Professionalism lies not in what one knows but the way one practices trade.

(b) Commitment to discipline oneself to carry out his obligation of duties.

(c) Practice a high level of professionalism like leader not manager.

(d) Keeping oneself morally responsible and of the highest level of integrity in his job, i.e. high degree of client focus.

(e) Being sensitive and responsive to his client/peersspend time to understand the need and go extra mile to meet them.

(f) Demonstrate excellent interpersonal skill-specially being diplomatic in handling difficult situation with people but displaying sincerity, confidence and friendly disposition.

(g) Have strong commitment in his calling and to have deep sense of pride to do everything to protect its reputation.

(h) Show positive mental attitude-determination and perseverance to see things through and take up the challenges with a sense of calmness and dedicated exposition.

(i) Possess and depict a right balance in life both at home and work towards total development i.e. intellectual. social, psychological and physical fitness.

(j) Search for professionalism-which is a journey within to achieve total success and satisfaction that the incumbent has put in his best to get out most in a given circumstances.

On the other hand the security practitioner needs to be as far as practicable well informed, self-correcting, acceptable, properly guided, truly independent, thoroughly consistent, always cooperative and ever conscious to be appreciative of good performance of their colleagues and others.

But another factor need be taken into consideration i.e. evaluation and assessments. These could be three types diagnostic, prognostic or prescriptive. The gist of these could be (a) to develop an assessment format including questions and inventory checklist to provide structure to the resource and capability of investigation (b) compare and contrast summary for the property crime project (c) identify the objectives tasks timetables required for developing remedial or new and potential capabilities within the law enforcement functions relating to security.

Security industry is growing fast to be suitable replacement with transparency to the user and clientoriented services. Professional leadership needs to be enhanced specially to make the country aware about credibility, integrity, reliability and of course cost benefit ratio. Behavioral pattern of the personal should cope upto expectation of the clientele and confidence building in public with due propagation may help attain better result. That needs in-depth research and study, befitting training, continuous supervision, monitoring, evaluation, adaptability, innovative and dynamic ideas, frugal and pragmatic approach which is a must for the pundits to ponder over the rising expectations to meet the demand of the day.

But before that they need to be geared up duly to be more professional, in true sense, worthy to be respected and treated not only as other trade and industry but further as law enforcement industry which must be of topmost concern And there lies the importance of Law Enforcement and Security management service, which is not only to be recognized as essential part of community for today but also in the coming millennium which is to be taken care of right now and with all the available resources at our command which may prove us worthy of the challenge ahead.





গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পুলিশ সপ্তাহ ২০০২ উপলক্ষে আমি বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সকল সদস্যকে আন্তরিক হুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

একটি সন্ত্রাসমুক্ত ও সুখী সমাজ গঠনের জন্য আমরা জনগণের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ। এ লক্ষ্যে আমরা একটি দক্ষ, দুর্নীতিমুক্ত যুগোপযোগী পুলিশ বাহিনী গড়ে তুলতে চাই। আমরা চাই আমাদের পুলিশ বাহিনী হবে সুশৃঙ্খল, কর্মে নিষ্ঠাবান এবং অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। পুলিশকে হতে হবে যথার্থ অর্থে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় এক কার্যকর বাহিনী। অপরাধ ও সন্ত্রাস নির্মূলের অতন্ত্র প্রহরী। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় জনগণের একনিষ্ঠ সেবক।

পুলিশ বাহিনীর কাছে জনগণের প্রত্যাশা অনেক। এ বাহিনীর সর্বস্তরে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য আমরা সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিচ্ছ। আমার বিশ্বাস, জনজীবনে নিরাপত্তা বিধান এবং সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় এ বাহিনীর প্রতিটি সদস্য তাদের স্ব স্ব পেশাগত উৎকর্ষতা প্রমাণে আরও বেশি সচেষ্ট হবেন।

আমি পুলিশ সপ্তাহ ২০০২-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

Ereway 89 49 খালেদা জিয়া





স্বস্তু মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পুলিশ সপ্তাহ ২০০২ উদযাপনের ভভলগ্নে বাংলাদেশ পুলিশের সকল সদস্যকে আমি অভিনন্দন জানাই।

রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে পুলিশকে সবসময় বিবেচনা कर्ता रस्राष्ट्र । वाःलाम्न भूलिम्बर भूगुष्यल ७ প्रिक्षिणशास भूमभागण সৌহার্দ্যপূর্ণ ও সুখী সমাজ বিনির্মাণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। পুলিশ তার সজাগ দৃষ্টি, ন্যায়-নিষ্ঠা ও দেশপ্রেমে উদ্বন্ধ হয়ে সহজেই জনসাধারণের বন্ধ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে

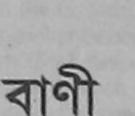
সমাজ থেকে সন্ত্রাস নির্মূল বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের ২০০১ সালের নির্বাচনের প্রধান অঙ্গীকার। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে পুলিশের ভূমিকাই মুখ্য। এই অঙ্গীকার পুরণে সত্যিকার পেশাদারিত্ব সহযোগে সকল পুলিশ সদস্য সতঃস্কৃতভাবে এগিয়ে আসবেন বলে আমি আশা করি। আমি নিশ্চিত সুশীল সমাজ বিনির্মাণে পুলিশের সকল সদস্য আরো নিরলসভাবে কাজ করে যাবেন।

আমি পুলিশ সপ্তাহ ২০০২ এর সাফল্য ও বাংলাদেশ পুলিশের উত্তরোত্তর অগ্রযাত্রা কামনা করি।

warn

মোঃ লুৎফুজ্জামান বাবর







পুলিশ সপ্তাহ-২০০২ উপলক্ষে বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিসের সকল সদস্যের পক্ষ থেকে সকলকে জানাচ্ছি তভেচ্ছা। পুলিশের সকল সহকর্মীকে জানাই অভিনন্দন।

মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী পুলিশ সদস্যদের অবদান এদেশের ইতিহাসে চির ভাষর হয়ে আছে। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় স্বীয় দায়িত, পালন করতে গিয়ে আজও আমাদের অনেক সহকর্মী প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছেন বা পঙ্গুতু বরণ করে নিচ্ছেন। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় তাদের সকল ত্যাগের জন্য আমরা গর্বিত।

পুলিশের অনেক সীমাবদ্ধতা ও সমস্যা রয়েছে। সম্পদের স্বল্পতা স্বত্তেও পুলিশের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে ও এর আধুনিকায়নে বর্তমান সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে আমি আশাবাদী। একনিষ্ঠতা ও পেশাদারিত সমুনুত রাখার মাধামে জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সকল পুলিশ সদস্যকে বলিষ্ঠ চিত্তে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানাই। আমাদের সকলকে জনগণের সহযোগিতা নিয়ে সততা, নিষ্ঠা ও নিরপেক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার বিষয়ে সচেষ্ট থাকতে হবে। একথা ভূলে গেলে চলবে না যে, জনগণের অর্থ দিয়ে পুলিশ বাহিনী পরিচালিত হচ্ছে। আইনের শাসন নিশ্চিত করে সরকারকে সক্রিয় সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলাই হবে আমাদের ব্রত। জনসেবার মনোভাব নিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

পরিশেষে আমি পুলিশ সপ্তাহ ২০০২-এর সার্বিক সাফল্য ও পুলিশ সার্ভিসের অব্যাহত অগ্রগতি কামনা করছি।

মোদাব্বির হোসেন চৌধুরী

Courtesy:

